বস্ত্র বিতরণ ও শিক্ষা সামগ্রী প্রদান

নিজস্ব সংবাদদাতা, হলদিয়া ঃ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার হলদিয়া পৌরসভার ১৭নং ওয়ার্ডে রমজানের ইফতার পার্টির, বস্ত্র বিতরণ, দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা সামগ্রী বিতরণ করা হয়। এই অনুষ্ঠান থেকে এলাকার সংখ্যালঘু পরিবারের সদস্য প্রায় ১৫০০ জনের হাতে নতুন বস্ত্র তুলে দেওয়া হয়। নতুন বস্ত্র তুলে দেন রাজ্যের পরিবহন মন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। স্থানীয় কাউন্সিলর তথা হলদিয়া পৌরসভার চেয়ারম্যান ইন কাউন্সিল সেক আজগর আলির উদ্যোগে ডিংঘাসীপুরের এই অনুষ্ঠানে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার এসপি কাজি সামসুদ্দিন, ভবানীপুর থানার ওসি গোপাল পাঠক, কাউন্সিলর সেক আজিজুল রহমান, পম্পা প্রধান, শংকর নায়েক, গোপাল দাস, প্রাক্তন কাউন্সিলর সেক মজাফর প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

পৌরসভার ব্যবস্থাপনায় রক্তদান শিবির

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাঁথি ঃ গরমে রাজ্য জুড়ে চিকিৎসা কেন্দ্রগুলিতে থাকা রক্তের চাহিদা পূরণে রাজ্যের সমস্ত সরকারি আধা সরকারি- বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলিকে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করার আহ্বান জানিয়েছেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী। সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে রবিবার কাঁথি পৌর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র ১ তে কাঁথি পৌরসভার ব্যবস্থাপনায় শিবিরের আয়োজন করা হয়। নিজে রক্তদান করে শিবিরের সূচনা করেন কাঁথি পৌরসভার পৌরপিতা সৌম্যেন্দু অধিকারী। শিবিরে উপস্থিত কয়েকজন কাউন্সিলরও রক্তদান করেন।

ক্লাবের উদ্যোগে ইফতার পার্টি

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাঁথি ঃ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কাঁথির কাঁথি পৌরসভার ৩নং ওয়ার্ডের উত্তর দারুয়ার কপালকুন্ডলায় স্থানীয় কন্টাই গ্রীণ লীফ ক্লাবের উদ্যোগে রমজান মাস উপলক্ষ্যে ইফতার পার্টির আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন কাঁথি পৌরসভার পৌরপ্রধান সৌম্যেন্দু অধিকারী।

অন্যান্যদের মধ্যে ৩নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর জাভেদ আখতার, ৫নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সুনীতা ত্রিপাঠী, শিক্ষক ইমরান আলি খান প্রমুখ।

ময়নায় ইফতার পার্টিতে সাংসদ

নিজস্ব সংবাদদাতা, ময়না ঃ পবিত্র রমজান উপলক্ষ্যে ইফতার পার্টির আয়োজন করা হল ময়না ব্লকের বৃন্দাবনচক গ্রামে। ব্যবস্থাপনায় ময়না ব্লক সংখ্যালঘু সেল। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন তমলুক লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ দিব্যেন্দু অধিকারী। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন ময়না বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক সংগ্রাম কুমার দোলই, ময়না ব্লকের বিডিও বিশ্বজিৎ বসু, ময়না স্বাস্থ্যকেন্দ্রের বিওএমএইচ অশোক কুমার মাইতি, ময়না রাজপরিবারের শিক্ষক ও সাহিত্যিক সিদ্ধার্থ বাহুবলীন্দ্র, ময়না পঞ্চায়েত সমিতির বিদায়ী সভাপতি সেক সাহাজান আলি-সহ বিশিষ্টরা।

দুই কৃতীর এগিয়ে যাওয়ার বাধা আর্থিক অনটন

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেদিনীপুর ঃ মেদিনীপুর সদরের চুয়াডাঙ্গা হাইস্কুল থেকে এবারের মাধ্যমিক, উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষায় ভালো ফল করেছে যথাক্রমে আরডাউর মন্ডল ও কাইসমা খাতুন। ছেড়ুয়া গ্রামের বাসিন্দা আরজাউর মাধ্যমিকে ৬১৬ পেয়েছে। আরজাউরের বিভিন্ন বিষয়ে প্রাপ্ত মার্কস যথাক্রমে বাংলা ৮৪, ইংরেজি ৬০, গণিত ৯৯, ভৌত বিজ্ঞান ৯১, জীবন বিজ্ঞান ৯০, ইতিহাস ৮৭, ভূগোল ৯৫। আরজাউরের বাবা হাবিব মন্ডল অ্যাসবেসটস ছাউনির কাঠামো তৈরির মিস্ত্রী, মা হামিদা বিবি গৃহবধূ। বাবার সামান্য রোজগারে কোন রকমে সংসার চলে আরজাউরদের। আরজাউর বিজ্ঞান নিয়ে নিজেদের স্কুলে পড়ে ভবিষ্যতে শিক্ষক হতে চায়। আজাউরের আগামী দিনের পড়ার খরচ নিয়ে তাঁর বাবা-মা যেমন চিন্তিত, তেমনি চিন্তিত মামা অনুরুদ্দিন মন্ডল। অনুরুদ্দিনবাবুর কথায়, আরজাউরের নিজের পরিশ্রম ও বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সহযোগিতায় এই ফল হয়েছে। আরাজাউরের পড়া যাতে বন্ধ না হয় তার জন্য সবরকম চেষ্টা করবেন বলে জানান অনুরুদ্দিনবাবু। আরজাউরের এই ফলে বিদ্যালয়ের পাশাপাশি খুশি গোটা ছেড়ুয়া গ্রাম। অন্যদিকে এবার উচ্চ মাধ্যমিকে পরীক্ষায় ৪২১ পেয়ে ভালো ফল করেছে বিড়ি শ্রমিক পরিবারের কন্যা কাইসমা খাতুন। রাজার বাগান গ্রামের বাসিন্দা কাইসমার বাবা সালমান খাঁন আরও ৫-৬ জনের সাথে মিলে বিড়ি বাঁধেন। মা আনসুমা বিবি গৃহবধূ। কাইসমার প্রাপ্ত মার্কসগুলি যথাক্রমে বাংলা ৮৮, ইংরেজি ৭৫, ভূগোল ৭৭, ইতিহাস ৮২, পুষ্টিবিদ্যা ৮৪, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ৯০। কাইসমার ভাই সাহাদুল নবম শ্রেণির কৃতী ছাত্র। কাইসমা ভূগোল অনার্স নিয়ে পড়ে শিক্ষিকা হতে চায়। নিজে বেশিদূর পড়েননি সামমান খাঁন, কিন্তু মনে প্রাণে চান ছেলে-মেয়ের স্বপ্ন সফল করতে। কিন্তু বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে আর্থিক অনটন। কাইসমার ফলে খুশি গোটা রাজারবাগান গ্রাম।

এই দুই ছাত্রছাত্রীর ফলে খুশি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শুভেন্দু সিনহা, সহশিক্ষক সুদীপ কুমার খাঁড়া, সহ শিক্ষক মাতুয়ার মল্লিক-সহ অন্যান্য সকলে এবং তাঁরা তাঁদের ছাত্রছাত্রীদের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন।

প্রগতি পরিষদের অডিটোরিয়ামের ভীত পুজো

নিজস্ব সংবাদদাতা, খেজুরি ঃ পথ চলতে চলতে ৭৫ বর্ষে দাঁড়িয়ে খেজুরি ১ ব্লকের কলাগেছিয়া প্রগতি পরিষদ। ১৯৪৪ সালের ৫ নভেম্বর প্রগতি পরিষদ স্থাপিত হয়েছিল। স্বাধীনতার পূর্বে পরাধীন ভারতে যখন সাহেবদের দাপট তখন খেজুরির কলাগেছিয়ায় কয়েকজন স্বাধীনতা সংগ্রামী উদ্যোগ নিয়ে প্রগতি পরিষদ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সংগঠিত হওয়ার লক্ষ্যে। কলাগেছিয়ার তৎকালীন জমিদার পরিবারের জায়গাতে এই প্রগতি পরিষদ স্থাপিত হয়, এই জমিটি দান করেছিলেন মোহিনীমোহন মাইতি। সেই ঐতিহাসিক দিনের স্মৃতি, চিন্তাধারা আজও রয়েছে ঐতিহ্যের সাথে। প্রগতি পরিষদ এখন প্রগতি পরিষদ পাঠাগার নামেই সকলের পরিচিত। বই পড়ার জন্যই সারাদিন পাঠাগারে ভিড় লেগেই থাকে। পরিষদ সারাবছর নানান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পাশাপাশি সমাজকল্যাণকর, সচেতনতা শিবির, বইমেলা, দুর্গা পুজো প্রভৃতির আয়োজন করেন। প্রগতি পরিষদের সম্পাদক সুজিত মাইতি বলেন, দীর্ঘদিন ধরে একটা অডিটোরিয়াম হল করার চেষ্টা চলছিল, প্লাটিনাম জুবিলির কথা মাথায় রেখে প্রস্তুতি। প্রায় ২৫ লক্ষ টাকা বাজেট করা হয়েছে, সম্প্রতি যুব দপ্তর থেকে ৫ লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্য পাওয়ায় আমরা অডিটোরিয়াম হলের কাজ শুরু করার পূর্বে ভীত পুজো করলাম। পাঠাগারের কর্মকর্তা দুর্গা দাস বলেন, এই ঐতিহ্য ধরে রাখার জন্য অডিটোরিয়াম হল প্রয়োজন। ফলে বাজেটের তুলনায় তহবিলে টাকার পরিমাণ কম তাই সকল ক্লাব সদস্য ও শুভানুধ্যায়ীদের সহযোগিতা কামনা করি।

বইমেলায় লেখকদের সম্বর্ধনা

নিজস্ব সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম ঃ ঝাড়গ্রাম জেলার লেখক-কবি-সাহিত্যিকদের সম্বর্ধিত করা হল ঝাড়গ্রাম বইমেলায়। অনুষ্ঠানের সভাপতি তথা কুমুদকুমারী ইন্সটিটিউশনের প্রধান শিক্ষক অনুপ কুমার দে সবাইকে উত্তরীয় পরিয়ে সম্মর্ধিত করেন। কবি-সাহিত্যিক মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ভরতচন্দ্র মাহাতো, সারিধরম হাঁসদা, ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ দে, সমীর মাহাতো, উপেন পাত্র, দীপক কুমার মাহাতো, দিলীপ মন্ডল, জগদীশ পাল, চন্দন রাউৎ, শৈলজা নন্দ হাঁসদা, অর্দ্ধেন্দু ত্রিপাঠি-সহ বহু বিশিষ্ট গুণী ব্যক্তিবর্গেরা।

কৃষকদের ঋণ মুকুব-সহ একাধিক দাবিতে মিছিল বামেদের। নিজস্ব চিত্র

বৈকালিক রাবিন্দ্রিক আড্ডা

নিজস্ব সংবাদদাতা, খেজুরি ঃ খেজুরির এক বিশিষ্ট সাহিত্য পত্রিকা ‘যদি জানতে’-এর আয়োজনে পূর্ব চড়া নেতাজী পাঠচক্রের আলোচনা কক্ষে আয়োজিত হল বৈকালিক রাবিন্দ্রিক আড্ডা। গান,আবৃত্তি, আলোচনা সমৃদ্ধ এই আড্ডাতে অংশ নিয়েছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষক রতিকান্ত কান্ডার, আলোকপাত করেন রবীন্দ্রনাথের ভারতভাবনা প্রসঙ্গ ‘গোরা’ এই বিষয়ে। সহজপাঠের সহজ কথা এই বিষয়ে প্রাঞ্জল, মনমুগ্ধকর আলোচনা করেন স্বপন কুমার মন্ডল। ছিন্নপত্রের রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে শ্রোতাদেরকে সমৃদ্ধ করেন অধ্যাপক অমলেশ পাত্র। এছাড়াও রবীন্দ্রনাথের বর্ষার গান ও তার প্রেক্ষিতে সঙ্গীত পরিবেশন ও আলোচনা করেন প্রেমেশ পন্ডা, গণেশ মাইতি, সুনীল দাস প্রমুখ। নির্বাচিত রবীন্দ্র কবিতার বিশ্লেষণ করেন, সন্তু কুমার মাইতি ও ভোলানাথ পাল।

সভামুখ্য ছিলেন পার্থসারথি দাস। পাঠপ্রতিক্রিয়া দেন ডঃ প্রবালকান্তি হাজরা। অনুষ্ঠানের প্রাক্কালে উপস্থিত অভ্যাগতদের ফুলের চারাগাছ দিয়ে অভ্যর্থনা করেন যদি জানতে-এর পক্ষে সম্পাদক জয়দেব মাইতি ও লেখক তথা সাংবাদিক সুদর্শন সেন। সম্পাদক জয়দেব মাইতি বলেন, আগামী দিনে এইরকমই সমৃদ্ধ অনুষ্ঠান আয়োজনের দ্বারা খেজুরির সংস্কৃতির রক্ষার্থে ব্রতী থাকবে যদি জানতে।